ক্ষেত্রে ছাত্র বেতন ও পরীক্ষার ফি বৃদ্ধি করতে হবে। আর্থিক দিক দিয়ে অনগ্রসর (তফশিলি জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়) ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন রকম আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০) **তফশিলি জাতি-উপজাতির জন্য শিক্ষা** — তফশিলি জাতি-উপজাতিদের জন্য শিক্ষায় সম সুযোগের ব্যবস্থা থাকবে। সেজন্য স্কুল, শিশু শিক্ষাকেন্দ্র ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি সব অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৯২
Programme of Action - 1992

১৯৮৬ খৃষ্টাব্দের জাতীয় শিক্ষানীতির মূল্যায়ণের জন্য দুটি কমিটি গঠিত হয়েছিল— **রামমূর্তি কমিটি (১৯৯০খৃঃ)** এবং **জনার্দন কমিটি (১৯৯২)**। এই দুটি কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষা (NPE-1986) নীতির কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়। এটিই **১৯৯২ সালেহ জাতীয় শিক্ষানীতি** (Programme of Action - 1992) নামে অভিহিত।

১৯৯১ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অন্য আর একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। এটির নাম জনার্দন কমিটি। শ্রী এন. জনার্দন রেড্ডি তৎকালীন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। জনার্দন কমিটি সামগ্রীক ভাবে রামমুর্তি কমিটির সংশোধিত খসড়াটিকে অনুমোদন করেন। কেবলমাত্র জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তব রূপায়ণের জন্য জনার্দন কমিটি কতকগুলি নূতন সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

অতএব জনার্দন কমিটির সুপারিশ সহ ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষা নীতির চূড়ান্ত খসড়াটি ১৯৯২ সালের মে মাসে পার্লামেন্টে ঘোষিত ও গৃহীত হয়।

১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির চূড়ান্ত খসড়াটি ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়ণের জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন তাকে **প্রোগ্রাম-অব-অ্যাকসান** (Programme of Action -সংক্ষেপে POA-1992) বলা হয়ে থাকে।

১৯৯২ Programme of Action-এ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

১) সমগ্র ভারত জুড়ে **একই-কাঠামো** থাকবে - যথা ১০+২+৩ প্রথা গৃহীত হয়েছে। প্রথম দশ বছরকে ৫+৩+২-এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ৫ বছরের শিক্ষা হবে নিম্ন প্রাথমিক স্তর, তিন বছরের শিক্ষা হবে উচ্চ-প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তর হবে ২ বছরের। উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ২ বছরের, +২ স্তরের শিক্ষা হবে স্কুল শিক্ষা। +২ স্তরের শিক্ষাকে (একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী) সারা দেশে বিদ্যালয় শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২) প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য Operation Black Board পরিকল্পনাকে সঠিক ভাবে কার্যকরী করতে হবে।

POA - বর্তমানে জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রোগ্রাম অফ্ এ্যাকসনের অপারেশন (Programme of Action) ব্ল্যাকবোর্ড স্কিমে (Operation Black Board Scheme) বলা হয়েছে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নতি ঘটাতে এবং প্রতিটি অঞ্চলে বিশেষকরে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে অর্থাৎ যে এলাকাগুলি শহর থেকে বিচ্ছন্ন সেখানেও প্রতি ১ কিলোমিটার অন্তর বিদ্যালয় স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনায় (Scheme) তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। সেগুলি হল ঃ—

১) প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহে কমপক্ষে দুটি শ্রেণী থাকবে এবং এই দুটি শ্রেণীকক্ষ সারাবছর ব্যবহারের উপযোগী হবে।

২) প্রতিটি বিদ্যালয়ে কমপক্ষে দুজন শিক্ষক থাকবেন। তার মধ্যে অন্ততঃ একজনকে শিক্ষিকা হতে হবে।

৩) প্রতিটি বিদ্যালয়ের শেণীকক্ষে শিক্ষণ উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে হবে।

বর্তমানে প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে বিদ্যালয় আছে বলা যায়, কিন্তু দুর্গম অঞ্চলগুলিতে প্রতিষ্ঠান স্থাপনা না করা গেলেও শিক্ষা কর্মীরা ঐ স্থানে গিয়ে জনবসতির মধ্যে শিক্ষার প্রচার শুরু করেছেন। শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য বর্তমান যে অল্প ছেলেমেয়েদের নিয়ে বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে সেখানে শহরাঞ্চলের দ্যিালয়ের মতো কঠোর নিয়মকানুন বা পরিচালন ব্যবস্থা চালু নয়, এদের ক্ষেত্রে অনেকটাই নমনীয় নীতি গৃহীত হয়েছে।